প্রেমেতে সুস্থিত থাকার গোপন রহস্যসমূহ

শিষ্য :গুরু, আমি বিবাহিত,
বিয়ের পর প্রথম মাসটা ছিল সুখময় ভালবাসার,
এক বছর পর একঘেয়েমির,
দু'বছর পর নিরানন্দের,
আর তিন বছর পর নিদারুণ যন্ত্রণার।
আমি পরম সুখ পেলাম না।

গুরু : আমি তোমাকে ধৈর্য ধরতে বলেছিলাম;
হ্যাঁ, ...বলেছিলাম তো।
তুমি কি পরিকল্পনা করা,
যত্ন নেওয়া ছেড়ে দিয়েছ ?

শিষ্য :না, গুরু।

গুরু : বেশ বৎস, তুমি বৃক্ষটি রোপন করেছ,
কিন্তু এর যত্ন নাওনি; বৃক্ষটির বৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে।
যে বৃক্ষ বাড়ে না, তা মরেই যায়।

প্রেমেতে সুস্থিত থাকার দশ নীতি

হৃদয় হচ্ছে মানুষের নৈতিক ব্যক্তিত্বের আধার... (কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, ২৫১৭)

তাজ অর্থ মুকুট, মহল অর্থ প্রাসাদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাজমহলকে 'কালের গণ্ডদেশে একফোঁটা অশ্রু' বলে অভিহিত করেছেন। ইংরেজ কবি স্যার এডুইন আরনল্ড একে বর্ণনা করেছেন – "আর সকল ভবনের মত, এটা স্থাপত্যশিল্পের কোন নিদর্শনকর্ম নয়, কিন্তু একজন সম্রাটের ভালবাসার যত গরিমাদীপ্ত গভীর অনুভূতি জীবন্ত প্রস্তরে কারুকার্যমণ্ডিত।' পঞ্চম মোঘল সম্রাট শাহজাহান ১৬৩১ খ্রী: তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী মুসলিম পারস্য রাজ্যকন্যা মমতাজ মহল-এর স্মরণে এটা নির্মাণ করেছিলেন। একটি বিদ্রোহ দমন অভিযানে বুরহানপুরে তার স্বামীর সঙ্গে থাকার সময় তাদের ১৪তম সন্তানের জন্মদানের পর তিনি প্রাণত্যাগ করেন। কথিত আছে, তাঁর মৃত্যুতে শাহজাহান এতটা ভেঙ্গে পড়েছিলেন যে, কয়েক মাসের মধ্যে তার সকল চুল ও দাঁড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল। এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে আর শেষ হতে সময় লাগে ২২ বছর। ২৪ হাজার লোক নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ছিল। নির্মাণ-সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়া থেকে, আর এ সকল সামগ্রী পরিবহনে ব্যবহার করা হয়েছিল এক হাজার হাতির একটি বহর। তাজমহলের রূপকার ছিলেন ইরানের ওস্তাদ ইসা।

দাম্পত্য জীবন হচ্ছে একটি প্রেম-প্রকল্প। তাজমহল গড়তে যদি ২২ বছর সময় লাগে, তাহলে তোমার দাম্পত্য জীবন হচ্ছে একটি জীবনভর প্রচেষ্টা। এটা হচ্ছে, প্রেমের একটি ৬০ বছর ব্যাপী প্রকল্প, যদি তুমি ততদিন বাঁচ; অথবা ৮০ বছর ব্যাপী প্রকল্প, যদি তোমার তত বছর বাঁচার সৌভাগ্য হয়। প্রকল্পটি হচ্ছে, প্রেমেতে সুস্থিত থাকার বিষয়। মনে রেখো, প্রেমেতে সুস্থিত মানে ভালবাসায় বৃদ্ধি। গুরু তোমাকে জানিয়েছেন, যে বৃক্ষ বাড়ে না সে বৃক্ষ বামন; আর পরিশেষে এটা মরে যায়। যে আগুনে কাঠ দেওয়া হয় না সে আগুনে ধোঁয়া হয়, চোখ জ্বালা করে, চোখে জল ঝরায়, আর শেষে নিভে যায়। ভূমিকা (সূচনা) অনেকেরই জন্য সহজ। সঙ্গীত ও আতশবাজি, বন্ধু ও উপহার, মধুচন্দ্রিমা ও সঙ্গ, বন্ধু ও আত্মীয় পরিদর্শন – খুব ভাল ভূমিকা ! অধিকাংশের জন্য, সর্বাপেক্ষা ভাল ভূমিকা বড়জোর ছয় মাস স্থায়ী হয়। কিন্তু গল্পের প্রধান অংশ, যাকে বলা হয় দাম্পত্য জীবন, হচ্ছে আসল বিষয়। প্রধান অংশ মানে ভূমিকা নয়। এখানেই কর্তাকে (তোমাকে) কঠোর থেকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। জীবনে যথেষ্ট বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, উপসংহার কিন্তু শেষে নয়। উপসংহার – অর্থাৎ আনন্দ, পূর্ণতা, তৃপ্তি, ইত্যাদি – পূর্ব থেকেই প্রধান অংশের মধ্যে। প্রেমেতে বেড়ে ওঠাই হল, বিবাহের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

এ্যান ও জিম

এ্যানি ম্যাকডোনেল ও জিমকে নিয়ে যোসেফ ব্ল্যাঙ্কের একটি মজার গল্প আছে। এ্যানি ও জিম নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে লার্কমন্তের একজোড়া সুখী দম্পতি। পেশায় জিম ছিলেন ডাকপিওন। মারাত্মক বলে মনে না হলেও, বেশ কতকগুলো দুর্ঘটনায় পড়ে তিনি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ মার্চ, বিমানবন্দর থেকে এ্যানির ভাই ও পরিবারকে তুলে নিয়ে এবং তাদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরছিলেন। শ্যালকের বাড়ি থেকে ১৫ মিনিট হাঁটলেই তার বাড়ি। কেউ জানে না জিমের কি হয়েছিল। এরপর তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

উদ্বিগ্ন এ্যান অপেক্ষায় থাকে। হয়ত বা সে তার কোন বন্ধুর বাড়িতে কিংবা অন্য কোথাও গিয়েছে। জিম আসবে, সে মনে মনে চিন্তা করছিল। রাত সোয়া এগারোটা বেজে গেল। কিন্তু জিম আসে না। সে

আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে টেলিফোন করে, থানায় জানায়; মর্গে খোঁজ করে। কিন্তু কোথাও নেই। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

জিমের কী হয়েছিল ? জিম ট্রেনে চড়ে এমন এক জায়গায় নেমেছিল যেখানে সে আগে কখনো যায়নি – ফিলাডেলফিয়া। সে জানে না, কিভাবে সে এখানে এসেছে; কোন ট্রেনে এসেছে; অথবা কি জন্য সে এখানে এসেছে। তার স্মৃতিশক্তি এমনকি তার সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গেও প্রতারণা করেছিল : তার পেশা কী (যে পেশায় সে ২৫ বছরেরও বেশী কাজ করে কাটিয়েছে) ? অথবা তার নিজের নাম কী ? সে একটা নতুন নাম নেয়; সে শূন্য থেকে শুরু করে। সে শুরু করে এক নতুন জীবন, যার কোন অতীত নেই। হয়ত কোন একদিন মৃত স্মৃতিশক্তি আবার জেগে উঠবে আর এ কাজটি সাধন করবে দাম্পত্য প্রেমের জীবন-দায়ী অভিজ্ঞতার জীবনদায়ী অমৃত ছোট ছোট ঘটনা।

এ্যানি আশা ছেড়ে দেয়নি। তার হৃদয়-গভীরের এক কোণ থেকে জানতে পেরেছিল জিম জীবিত আছে। তার কাপড়চোপড়ে যেন ময়লা না পড়ে, সেজন্য সে সেগুলোকে আলমারিতে তুলে রেখেছিল। বাথরুম থেকে তার ব্যবহৃত টয়লেট সামগ্রী কখনো সরিয়ে নেয়নি। সে প্রতীক্ষায় ছিল। এই সময়টায় সে জীবনধারণ ও নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য বেছে নিয়েছিল শিশু দেখাশোনা, গুদামরক্ষক ইত্যাদি নানা রকম কাজ। কাথলিক ধর্মবিশ্বাসে একজন বিশ্বাসী বলে, সে প্রার্থনায় অবিচল ছিল। সে কাঁদত ও প্রার্থনা করত যেন তার স্বামী ভাল থাকে আর একদিন তার কাছে ফিরে আসে।

পনের বছর ধরে প্রার্থনা ও প্রতীক্ষা করার ফল মিলেছিল। এই পনেরটি বছর ধরে নিজেকে সংযত রাখার মত ধৈর্য ও যথেষ্ট পরিমাণ ভালবাসা এবং আবেগঘন স্মৃতি তার ছিল। দিনটি ছিল বড়দিন; এ্যানি বড়দিনের খ্রীষ্টযাগ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে, কুমারী মারীয়ার বেদিতে কিছু মোম জ্বালিয়ে, হাঁটু গেড়ে জিমের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিল। সেদিন সে বড়দিনের ভোজ প্রস্তুত করছে, এমন সময় ডোরবেল বেজে উঠল। সে দরজা খুলে দিল; সে তার চোখকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার জিম দাঁড়িয়ে আছে। [যোসেফ ব্লাঙ্কের গল্প 'The Husband Who Vanished' অবলম্বনে, Reader's Digest, 130 (1987), 41-45]

স্বামীর ফিরে আসার প্রতীক্ষায় থাকতে, এ্যানিকে কী অনুপ্রাণিত করেছিল ? মনে রেখো, সরকারি আইন অনুযায়ী, নিখোঁজ ব্যক্তির মৃত্যু ঘোষণানামা পেতে নিরুদ্দেশ হওয়ার পর সাত বছর সময় লাগে। চারটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল : **(১) বিবাহের মাধ্যমে সে জীবনের জন্য নিজেকে তার স্বামীর নিকট সঁপে দিয়েছিল; (২) সে তার স্বামীর জন্য প্রকৃত ভালবাসায় বেড়ে উঠেছিল; (৩) একে-অপরের জন্য তাদের দু'জনের প্রেমানুরাগের যথেষ্ট স্মৃতি ছিল; এবং (৪) এ্যানির ছিল ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস।**

নীতি-১ : আত্মনিয়োজন

বাবা : তাহলে তুমি বিয়ে করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছ ?

পুত্র : হ্যাঁ বাবা, আমি আমার মনের মানুষটিকে খুঁজে পেয়েছি।

বাবা : পছন্দের পাত্রীকে খুঁজে পাওয়া এক বিষয়। বিবাহ করা আর এক বিষয়। তুমি কি জান বিবাহ বলতে কি বুঝায় ?

পুত্র : !!! ???

বাবা : এর মানে যে নারী তোমার জীবনে তার জীবনকে সঁপে দিয়েছে তার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা। এর মানে তার জীবনের জন্য দায়ী হওয়া। এমনকি যখন ভালবাসতে চাও না তখনও তাকে ভালবাসা। এমনকি যখন তার কথা ভাবতে চাও না, তখন তার কথা ভাবা। এর মানে, তোমার জীবন-সঙ্গিনীর স্বাধীনতা বৃদ্ধির জন্য তোমার নিজের স্বাধীনতা কমিয়ে আনা। অর্থাৎ তোমার সবকিছুই সহভাগিতা করা। সুসময় ও দুঃসময়। আনন্দ ও দুঃখ। বছরের পর বছর। তোমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।

পুত্র : এটা কি সম্ভব ?

বাবা : যদি সম্ভব না হয়, বুঝতে হবে সেখানে ভালবাসা নেই। আর যদি ভালবাসা না থাকে, তাহলে বিয়ে করা যায় না।

প্রেমেতে স্থিত থাকার মৌলিক উপাদান হচ্ছে, বিবাহিত সঙ্গী/সঙ্গিনীর প্রতি একটি সর্বাত্মক স্থায়ী আত্মনিবেদন। অন্যের নিকট নিজেকে সঁপে দেওয়া বলতে কী বুঝায় ? আমি এক হবু দম্পতি লিপ্তি ও মার্ককে প্রশ্ন করেছিলাম, যারা বিবাহের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। লিপ্তির উত্তরটি ছিল জ্ঞানময়। সে বলেছিল : **"আত্মনিবেদন বলতে আমি বুঝি নিজের জীবনের জন্য এবং আমার স্বামীর জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা। এমনকি যখন সবকিছু ঠিকঠাক চলে না, তখনও নাছোড়বান্দাভাবে দায়িত্বে এঁটে থাকা।"** সম্ভবত এটাই বিবাহ অঙ্গীকারের মূল নির্যাস।

Commit (সমর্পণ করা) শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ committere থেকে, যার অর্থ সম্বন্ধ করা, ন্যস্ত করা; আবার committere শব্দটি com+mittere থেকে এসেছে যার অর্থ হল প্রেরণ করা। সুতরাং, মৌলিক অর্থে, commitment হচ্ছে সম্বন্ধকর্ম , ন্যস্তকর্ম, প্রেরণকর্ম।

বিবাহে, **ন্যস্ত বলতে বুঝায় কারোর উপর আস্থা স্থাপন করা এবং নিজ জীবন ও নিজের প্রিয় সবকিছু অপর পক্ষের হাতে তুলে দেওয়া।** কেউ-ই তার নিজ জীবন অন্যের নিকট ন্যস্ত করবে না, যদি না সে জানে যে, সে ব্যক্তি আস্থার সঙ্গে বেঈমানী করবে না। বিবাহে অন্তরঙ্গ গোপনগুলো একে-অপরের নিকট প্রকাশ করা হয়। তাদের মধ্যে গোপন বলে কিছু না থাকলেও, তারা জানে এ গোপনগুলো সর্বসাধারণ্যে যাচাইয়ের জন্য প্রকাশ পাবে না। বিশ্বাস করা হয় যে, কেউ আস্থা প্রত্যাহার করে নেবে না, সেই ব্যক্তিতে স্থাপিত আস্থার সঙ্গে বেঈমানী করবে না। সে তাকে পরিত্যাগ করবে না, তাকে ডিভোর্স দেবে না। কিঞ্চিৎ সন্দেহ দেখা দিলে, বিশ্বাস কাজ করে না, আর স্থাপনকৃত আস্থা টিকে থাকতে পারে না। যদি একপক্ষ অপর পক্ষকে মূল্য দেয় না, সম্মান না করে, তাহলে তার নিকট সেই অপরপক্ষ কিভাবে নিজ জীবন সমর্পণ করতে পারে ?

সংযুক্ত তাৎপর্য : দু'টি জীবনের সংযোগ যেন একে-অপরের মধ্যে জীবন প্রবাহিত হয়; দু'টি হৃদয়ের বন্ধন যেন পরস্পর জীবন-প্রদায়ী ভালবাসা সহভাগিতা করে। এক পক্ষের উপস্থিতিতে অপর পক্ষের জীবন সমৃদ্ধ হয়। এ জীবন তখন আর একটি বোঝাস্বরূপ নয়, কিন্তু অপর পক্ষের দ্বারা বৃদ্ধি-পাওয়া, সবল হওয়ার একটি আনন্দ। এটা হল, অপর পক্ষের জন্য পারস্পরিক সমর্থন, ভাবনা ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে 'বিরাজমান সত্তা'। এই সংযুক্ততা থেকেই প্রত্যেকে বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হয়। নতুন সম্পর্কের জন্মদানের জন্য বিবাহ দু'টি পরিবারকে সংযুক্তও করে। একটি নতুন ভাই ও বোন, বাবা ও মা'র সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

প্রেরিত হওয়ার অর্থ এক জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় অতিক্রম করা, একটি দায়িত্ব, লক্ষ্য নিয়ে ও সেই দায়িত্ব, লক্ষ্য পূরণের অধিকার নিয়ে এক অবস্থা ছেড়ে আর এক অবস্থায় অতিক্রান্ত হওয়া। বিবাহের পর দু'টি জীবন প্রেম-বন্ধনে এক হয়ে ওঠে। একজন অন্যজনের নিকট যায় আর অন্যজন তাকে গ্রহণ করে। অন্যজন অপরজনের জীবনের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে থাকার জন্য নয়, কিন্তু একটি দায়িত্ব পূরণেরই জন্য। আর এই দায়িত্ব হচ্ছে অপরপক্ষের উন্নতিবিধান করা, তাকে মর্যাদাবান করে তোলা এবং তাকে পরিপূর্ণতা দান করা। কে প্রেরণ করেন ? বিবাহে করা অঙ্গীকার নিছক ব্যক্তিগত তাড়না বা স্বার্থচিন্তা থেকে আসে না। এটা বিশ্বাস কর। একমাত্র ঈশ্বরই তোমাকে প্রেরণ করেন। তিনিই তোমাকে ক্ষমতা যোগান যেন তুমি তোমার কাজ বা দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পার।

এ তিনটি তাৎপর্যের মধ্যে তোমাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে, তোমার বিবাহিত সঙ্গী/সঙ্গিনীর হাতে তোমার জীবন অর্পণ করতে হবে। তাই বিবাহের আগে, এটা নিয়ে বার বার ভাব। যাকে তুমি বিয়ে করতে চলেছ তাকে জানার চেষ্টা কর। তার সঙ্গে এটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা কর। তারপর বিবাহে তোমার জীবন সমর্পণের একটি অটল সিদ্ধান্ত নাও। এটা হবে এমনই এক অঙ্গীকার যা সন্দেহের কোন ঝড়, ভুল বুঝাবুঝির কোন টানাপোড়েন, নেতিবাচক আবেগের আগুনের মুখেও অটল-অবিচল থাকে। এই দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যতীত, কোন বিবাহই জীবনব্যাপী স্থায়ী হতে পারে না। যে বিবাহে অঙ্গীকারের ঘটনা ঘটে না, সে বিবাহে আস্থার সঙ্গে প্রায়ই বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, আশা ভেঙ্গে খান খান হয়, ভালবাসা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে, আবার কোন সময় দাম্পত্য জীবন নামের মাটির পাত্রটি পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে টুকরো

টুকরো হয়ে যায়।

কর্তব্যনিষ্ঠায় বেড়ে ওঠ

যে টেলিভিশন তুমি ক্রয় করেছ তা তোমার সঙ্গেই আছে আর যখনই তুমি চাও সেটা তুমি চালাতে পার। এটা বছরের পর বছর একই অবস্থায় থাকে। এমনকি অত্যাধুনিক টেলিভিশন – বড় এবং অনেক সুবিধাপূর্ণ টেলিভিশন – আবিষ্কার হলেও, তোমার পুরাতন টেলিভিশনের এমন কোন ক্ষমতা নেই, যে এটা নিজেকে হালনাগাদ করতে বা নিজে থেকে গড়ে উঠতে পারে না। অঙ্গীকার কিন্তু শো-রুম থেকে তোমার ক্রয় করা টেলিভিশনের মত নয়। **প্রকারান্তরে এটা একটি নবজাত শিশুর মত। একে তোমায় আহার করাতে হবে। এর প্রতি তোমাকে প্রদর্শন করতে হবে আন্তরিকতা। অসুস্থ হয়ে পড়লে একে তোমাকে ডাক্তার খানায় নিয়ে যেতে হবে। সংক্ষেপে, প্রতিনিয়ত এর পাশে থেকে তোমাকে এর যত্ন নিতে হবে।** এর অর্থ হল যে, তোমার বিবাহের দিন করা তোমার অঙ্গীকার, অর্থাৎ “আমি তোমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করছি” – “আমি তোমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করছি”, ধৈর্য ও যত্নের সাথে লালন করতে হবে।

কিভাবে করবে?

প্রথমত:, অঙ্গীকারকে খাটো করে না দেখা। নিজে এমন কথা বলার মাধ্যমে প্রতারিত না হওয়া যে, আমি তার সঙ্গে যে-ভাবেই আচরণ করি না, তাতে দোষের কিছু নেই। সর্বোপরি, সে আমার স্বামী/স্ত্রী, আমি কি পারি না একটুখানি খামখেয়ালী ও উদাসীন হতে, আর আমাকে কি সে ভালবেসে যাবে না? আমি নিশ্চিন্ত কেননা আমরা একে-অপরের নিকট অঙ্গীকার করেছি। এমনতর ভাবনা বিপজ্জনক, বলেছেন মনোবিজ্ঞানী রডোলফো গার্সিয়া, “যখন তুমি তোমার স্বামী/স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত, তখন তুমি আসলে তাকে দু'টি বিষয় জানাচ্ছ। প্রথমটি হল, ‘এইভাবে তোমার কাছাকাছি থাকি কারণ আমি তোমাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করি’ এবং ‘যখন তুমিও একইভাবে আচরণ করবে, তখন আমিও তোমাকে সহ্য করব।’ এগুলো তোমার অন্তরের মনোভাব হতে পারে। কিন্তু তোমার স্বামী/স্ত্রী হয়ত ঠিক এই বার্তাটি পাচ্ছে না। হয়ত অন্য কোন বার্তা পাচ্ছে, যেমন : কাছাকাছি থাকার জন্য সে বিপজ্জনক; তাকে বিশ্বাস করা যায় না; সে আমাকে অসম্মান করে।

দ্বিতীয়ত:, নিয়মিত বিরতি দিয়ে নিজ অঙ্গীকার স্মরণ করা। তুমি হয়ত লক্ষ্য করবে যে, পুরোহিতগণের আধ্যাত্মিক নির্জনধ্যানের পর এবং পবিত্র অভিষেক-তেল আশীর্বাদের খ্রীষ্টযাগের সময়, পুরোহিতগণ তাদের যাজকীয় ব্রত বা অঙ্গীকার নবায়ন করেন। তারা কিন্তু এ অঙ্গীকার সংশোধন করেন না। তারা শুধুমাত্র তাদের যাজকীয় অভিষেকে করা অঙ্গীকারের কথা নিজেদের স্মরণ করান। পুরোহিত হিসেবে তাদের যাত্রাপথে ঘাপটি মেরে থাকা নানা অসুবিধা ও বিপদের কথা তারা জানেন; আর পাছে তাদের পতন ঘটে তাই তাদের প্রয়োজন আছে গৃহীত অঙ্গীকারের কথা নিজেদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার। স্মরণ করা মানে, বিকশিত হওয়া; স্মরণ করা মানে, একজন দোষত্রুটি করে থাকলে, তাহলে তা মোচন করা। আমি এক প্রবীণ দম্পতিকে জানি যারা তাদের প্রতিটি বিবাহ-বার্ষিকীতে প্রাতঃকালীন খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণে কখনো ভুল করেন না। খ্রীষ্টযাগের পর, তারা একে-অপরের নিকট তাদের বিবাহ-অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তারা এ কাজটি করবে ব'লে পাকা ৩৮ বছর আগে তাদের বিয়ের সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এটা নবায়নের একটি উপায় হতে পারে। দম্পতিরা তাদের গৃহের পবিত্র নীরবতায় অনুরূপ কিছু গোপনে করতে পারেন। পরস্পরের নিকট করা অঙ্গীকার লালন ও বলিষ্ঠকরণে সচেতন প্রচেষ্টা হচ্ছে এমন কিছু যা তোমার উপেক্ষা করা উচিত হবে না।

তৃতীয়ত:, তোমার দাম্পত্য জীবনের ভাল ভাল অভিজ্ঞতা বেছে নিয়ে নিজ অঙ্গীকার লালন করা। এমনটি বিশ্বাস করো না যে, তোমার বিবাহের দিন করা অঙ্গীকার তোমার চেষ্টা ছাড়াই আপনা-আপনি বিকশিত হবে। তুমি যদি তোমার মনে তোমার স্বামী/স্ত্রীকে নিয়ে অসন্তোষ ও অপছন্দের বীজ বপন কর আর প্রতিটি সামান্য অপ্রিয় ঘটনা, যা সে ঘটিয়ে থাকতে পারে, সেই অসন্তুষ্টির জল এ বীজে ঢাল, তাহলে সেই বীজটি একটি বন্য গাছে বেড়ে উঠবে, এমনকি তোমার সক্রিয় প্রচেষ্টা ছাড়াই। কিন্তু তুমি যদি তোমার মনে প্রেম, যত্ন

ও ভাবনার বীজ ছড়াও, তাহলে প্রতিবার যখন তোমার স্বামী/স্ত্রী ভাল কাজ করে তখন এটার সুষ্ঠু বৃদ্ধি ঘটে, এটা তোমাকে দেবে আরাম ও সুখের ছায়া। অনুভূতিগুলো, কি ভাল বা কি মন্দ, তোমার জীবনে আপনা-আপনি আসে না। জীবনের প্রতি বাছাই করা দৃষ্টিভঙ্গিই এটা লালন করে। নীতিটি হল এই : তোমার মনে অপছন্দের একটি বীজ অপ্রিয় ঘটনাবলী বেছে নেয় অথবা এমনকি ভাল ভাল ঘটনাকে মন্দ হিসেবে ব্যাখ্যা করে, আর এটা নিজেকে রসদ যোগায়। অপরদিকে, তুমি যদি তোমার মনকে ভাল ভাল অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির রসদ যোগানোর সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে পরস্পরের নিকট করা অঙ্গীকার বেড়ে ওঠে। এমনকি মন্দ অভিজ্ঞতাগুলো ভাল ভাল অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষিত হয়।

খলিল গিবরান বিচক্ষণতার সাথে বলেছেন :

তোমার মধ্যে ভাল কিছু সম্পর্কে আমি বলতে পারি
কিন্তু মন্দ সম্পর্কের নয়,
কী কারণে মন্দ,
তবে ভাল তার নিজস্ব তাগিদেই নির্যাতিত হয়।

সাধু পল বলেছেন, স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সন্তুষ্ট করবে...; স্ত্রীরা, তোমরা তোমাদের স্বামীদের সন্তুষ্ট করবে...।"

চতুর্থ, যখন তোমার মনে হয়, পরস্পরের কাছ থেকে তোমরা দূরে সরে পড়েছ, তখন বিশ্বাস রাখ যে : 'সবকিছু এখনো শেষ হয়ে যায়নি।' তুমি যেন নিজেকে খুব বেশী দূরে সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ না দাও। জীবনের স্রোতে অনেক বেশী দূরে সরে পড়লে, সাঁতার কেটে ফিরে আসা কষ্টকর আর এমনকি অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। যখন তুমি বুঝতে পার তুমি দূরে সরে যাচ্ছ, প্রয়োজনীয় সমন্বয়, সংশোধন ও আলোচনা সেরে নাও। যখন তুমি পরস্পরের থেকে সত্যি সত্যিই দূরে সরে যাচ্ছ, তোমার অঙ্গীকার নবায়নে অন্যদের সাহায্য নাও।

বার্ণার্ড বারুখ নামের আমেরিকার এক কূটনীতিক এই গল্পটি বলেছেন :

"মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত এক আসামী রাজার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ আদায় করে নিয়েছিলেন যে, সে মহারাজের ঘোড়াকে এক বছরের মধ্যে উড়তে শেখাবে। যদি সে এ কাজে সফলকাম না হয়, তাহলে এক বছর শেষে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।"

"এক বছরের মধ্যে", লোকটি পরে বলেছিল, "রাজা মারা যেতে পারে, বা আমি মারা যেতে পারি, অথবা ঘোড়াটি মারা যেতে পারে। মোট কথা, এক বছরে কি ঘটবে তা কে বলতে পারে ? এমনও হতে পারে ঘোড়াটি উড়তে শিখবে।"

"ঐ লোকটির মতই আমার দর্শন। আমি দীর্ঘমেয়াদী দর্শন গ্রহণ করি" (quoted by Leonard Lyond in New York Post)

গল্পটির একটি অন্তর্নিহিত অর্থ আছে : এমনকি শেষ মুহূর্তেও অঙ্গীকার ত্যাগের প্রলোভনে না পড়। নিশ্চিত থাক, ঈশ্বর তোমাকে একটি পথ দেখিয়ে দেবেন।

আমি অঙ্গীকার সম্পর্কিত এই পর্বটি একটি অসাধারণ বিয়ের গল্প বলে শেষ করব। গল্পটি বেঞ্জামিন ডিস্রায়েলীর বিয়ের গল্প যিনি দু'বার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা, কূটনীতিক এবং ঔপন্যাসিক।

কথিত আছে ডিস্রায়েলী বলেছিলেন, "আমি জীবনে অনেক বোকামী করেছি। কিন্তু আমি কখনো ভালবাসার জন্য বিয়ে করতে চাইনি।" তথাপি, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩৫ বছর বয়সে তিনি তার চেয়ে ১৫ বছরের বড় Mrs. Wyndham Lewis নামক এক বিধবাকে বিয়ে করেছিলেন। তার জন্য একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, লন্ডনে একটি কোম্পানীতে Mrs. Wyndham Lewis এর জীবন-বীমা ছিল, যেখান থেকে বছরে চার হাজার পাউণ্ড আসত। Mrs. Wyndham ছিলেন খাটো বুদ্ধির; জ্ঞান অপেক্ষা তার অজ্ঞতা অনেক বেশী প্রকাশ পেত। তাকে বিয়ে করার পেছনে ডিস্রায়েলীর কারণ ছিল তার অর্থসম্পদ। তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হলে, Wyndham ডিস্রায়েলীর বিয়ের পিঁড়িতে লাফ দিয়ে উঠে পড়েননি। তিনি তাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন আর বলেছিলেন, তিনি তাকে পর্যবেক্ষণ করতে চান। Wyndham এক বছর পর, ডিস্রায়েলীকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের ত্রিশ বছর পর Wyndham এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছেন।

ডিস্রায়েলীর জন্য তার ছিল গভীর ভালবাসা, আর যখন ডিস্রায়েলী তাকে দলের মধ্যে এ বলে ক্ষ্যাপাত যে, সে তার পার্থিব সম্পদের জন্য Wyndham-কে বিয়ে করেছে, তখন Wyndham উত্তর দিত : ডিজি (এই নামে সে আদর করে ডিস্রায়েলীকে ডাকত) আমার সম্পদের জন্য আমাকে বিয়ে করেছে ঠিকই কিন্তু সে যদি দ্বিতীয়বার সুযোগ পায় তাহলে সে ভালবাসার জন্য আমাকেই বিয়ে করবে।" তার স্বামী তার কথায় সায় দিত।

তাদের মতে তাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য পরস্পরের প্রতি তাদের অঙ্গীকার। অঙ্গীকার তাদেরকে ভালবাসায় আবদ্ধ করে রেখেছিল এবং ভালবাসা তাদেরকে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করে রেখেছিল।

নীতি- ২ : তোমার ভালবাসা যেন খাঁটি হয়

এই মাত্র আমরা যে গল্পটি পাঠ করলাম সেটা দিয়ে শুরু করি। আমি আসলে যা বলার চেষ্টা করছি বেঞ্জামিন ডিস্রায়েলীর বিবাহ তা-ই ব্যাখ্যা করে। তবে, ঘহভঢদটব এর বুদ্ধি যতই খাটো করে দেখা হোক না কেন, সে কিন্তু তার জন্য নিজের জীবন সঁপে দিয়েছিল। দাম্পত্য প্রেমের ক্ষেত্রে সে ছিল প্রতিভাময়ী নারী। সে ভালবাসত তার স্বামীর জন্য বাঁচতে, শুধুমাত্র তার জন্য বাঁচতে। যখন কোন কিছুতে স্বামী মুষড়ে পড়ত তখন সে তার পাশে থেকে তাকে উৎসাহ যোগাত। সে তার স্বামীকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। তার স্বামীর প্রতি তার ভক্তি-ভালবাসা সম্পর্কে বলতে গিয়ে, Dale Carnegie বলত, "যখন ডিস্রায়েলী শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরত, তখন মেরী এ্যানির (Wyndham) মৃদু বকবকানি তাকে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ করে দিত।

ঘর ছিল এমন একটি স্থান, যেখানে ডিস্রায়েলী স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলতে আর মেরী এ্যানির (Wyndham এর বিয়ের আগের নাম) গভীর অনুরাগের উষ্ণতায় সিক্ত হতে পারত। তার বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে বাড়িতে কাটানো এ সময়গুলো ছিল তার জীবনের সবচেয়ে সুখের। স্ত্রী ছিল তার সাহায্যকারী, তার বিশ্বস্ত বন্ধু এবং তার পরামর্শদাতা। দিনের নানা খবরাখবর তাকে জানানোর জন্য সে হাউস অব কমন্স থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরত। যত কাজই তার থাকত না কেন, এটা ছিল তার জন্য গুরত্বপূর্ণ। সে এর ব্যত্যয় ঘটাতে পারে তার স্ত্রী তা বিশ্বাস করত না।" ডিস্রায়েলী সেই ভালবাসার প্রতিদানও দিত। সে বলত, "আমার জীবনের সবচেয়ে অমূল্য ঘটনা হচ্ছে Wyndham এর সঙ্গে আমার বিবাহ।" স্ত্রীর জন্য তার ভালবাসাকে সে কখনো লুকায়নি। অন্যদিকে Wyndham-ও বলত, "আমার জীবনটা হচ্ছে একটি দীর্ঘ সুখের উপাখ্যান।"

তাদের দাম্পত্য জীবনে ডিস্রায়েলী ও Wyndham এর সফলতার নেপথ্য ছিল ভালবাসার ক্ষেত্রে তাদের নিপুণতা। কী রকম ছিল সে ভালবাসা তা কি তুমি কল্পনা করতে পার? তাদের ভালবাসা কোন যুবাকালের ক্ষণিকের আবেগতাড়িত মোহময় ভালবাসা ছিল না। তাদের ভালবাসা ছিল পরস্পরের সর্বোত্তম কল্যাণ কামনায় পরিপক্ব নিষ্ঠা ও উপলব্ধি।

মনোবিজ্ঞানী এরিক ফ্রম আমাদের জন্য ভালবাসার অন্যতম সম্পূর্ণ নির্ভুল একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন :

"প্রকৃত ভালবাসা হচ্ছে উর্বরতার একটি প্রকাশ আর এটা দাবি করে একনিষ্ঠতা, সম্মান ও উপলব্ধি। কারো দ্বারা অনুভূতিতে সাড়া জাগানো অর্থে প্রকৃত ভালবাসা কোন আবেগ নয়, কিন্তু হচ্ছে, ভালবাসার নিমিত্তে ব্যক্তির আত্মনৈপুণ্যের মধ্যে গ্রোথিত, প্রেমের মানুষের বৃদ্ধি ও সুখের জন্য একটি সক্রিয় সাধনা।"

তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকারা ভালবাসাকে আবেগের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। ফ্রম বলেছেন, ভালবাসা মানে আবেগ নয়। প্রেমে পড়া মানে ভালবাসা নয়, কিন্তু একটি আবেগ, এটা প্রকৃত প্রেমের সূচনা-স্থল হতে পারে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, শরীরের প্রকৃতিগত অপরিহার্যতা কর্তৃক চালিত হয়ে একজন প্রেমে পড়ে। তারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, আর সকল জীবের মত, মানুষ হিসেবে আমাদেরও আছে মানবজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে জন্ম দেওয়ার একটি সহজাত ব্যাকুল কামনা। এটা প্রকৃতিরই একটি নিয়ম। প্রেমে পড়াটা হচ্ছে, জন্ম দানের জন্য মানুষের মধ্যস্থিত সেই আকুল কামনার একটি অংশ। স্ত্রীপ্রজাতির গর্ভবতী হওয়ার মধ্য দিয়ে এই কামনা বা তাড়নার সমাপ্তি ঘটে। প্রেমের আবেগ ফিকে হয়ে আসে। একজন নারীর পুরুষ বাসনা বা আসক্তি দুর্বল হয়ে যায়।

খ্রীষ্টধর্মে যখন ভালবাসা সম্পর্কে বলা হয়, তখন কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম এ শিক্ষা দেয় না।

খ্রীষ্টের শিক্ষাকে এরিক ফ্রম তার উপরোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে আবদ্ধ করেছেন। অন্যের জন্য নিজ জীবন দেওয়ার চেয়ে বড় ভালবাসা আর নেই। ভালবাসা মানে অপরের ভালোর জন্য প্রতিদিন অল্প অল্প করে নিজ জীবন দেওয়া, যেন সেই ব্যক্তিটি পূর্ণাঙ্গ, ধনবান ও নিখাদ হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষায় ইংরেজী Love শব্দের সবচেয়ে বেশী প্রচলিত শব্দ হচ্ছে "ভালবাসা"। আমার মতে, দু'টি শব্দ মিলে ভালবাসা শব্দের উৎপত্তি : "ভাল" ইংরেজীতে যার অর্থ good এবং "বাসা" (ইংরেজী বানান 'bhasa') যার একটি হচ্ছে প্লাবিত করা এবং অন্যটি ঘর। এ দু'টি বাংলা শব্দকে জোড়া দিলে যা হয়, তা হল, মঙ্গলময়তা দিয়ে একজন পূর্ণ করে এবং অন্যজন তা নিয়ে প্লাবিত করে। কিংবা নিজের স্বামী/স্ত্রীর সঙ্গে ঘর-বাধা, যেন স্বামী/স্ত্রী মঙ্গলময়তায় ভরপুর হয়ে ওঠে।

যদি আমরা একবার এটা বুঝতে পারি, তাহলে ভালবাসা সম্পর্কে সাধু পলের এ কথাগুলো আমরা বুঝতে পারব ঃ

"ভালবাসা নিত্য-সহিষ্ণু, ভালবাসা স্নেহ-কোমল। তার মধ্যে নেই কোন ঈর্ষা। ভালবাসা কখনো বড়াই করে না, উদ্ধতও হয় না, রুক্ষও হয় না। সে স্বার্থপর নয়, বদমেজাজীও নয়। পরের অপরাধ সে কখনো ধরেই না। অধর্মে সে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ। ভালবাসা সমস্তই ক্ষমার চোখে দেখে; তার বিশ্বাস সীমাহীন, সীমাহীন তার আশা ও তার ধৈর্য" (১ করিন্থীয় ১৩)

এ ধরণের ভালবাসা কঠিন; তথাপি এটাই সর্বাপেক্ষা আনন্দঘন অভিজ্ঞতা যা একজন ব্যক্তি অর্জন করতে পারে। মাত্র এ ভালবাসাই একে-অপরকে স্বামী ও স্ত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করে। এ ভালবাসা বিবাহের স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য। একমাত্র এ ভালবাসাই বিবাহে সংগ্রামকে উপযোগী করে তোলে। এ ভালবাসার জন্য যদি সংগ্রাম না করা হয়, তাহলে ভালবাসা নামক অনুভূতিটি নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে, যেমনটি একজন হতাশাবাদী ব্যক্ত করেছেন, "বিবাহ গরম জলে স্নান করার মত, যদি একবার সয়ে যায়, তাহলে জল গরম থাকে না "।

ভালবাসা সম্বন্ধে যখন এই ধারণা, তখন ভালবাসা এমনটি নয় যা দম্পত্তিদের মধ্যে ছিল এবং তাদের বিয়ের সময় তারা তা পেয়েছে। এটা একটি সংগ্রাম; এটা হল তাদের প্রতিদিনকার জীবনে একটি লক্ষ্য, যার বাস্তবায়ন তাদের ঘটাতে হবে।

তোমার বিবাহ বার্ষিকীতে এ কাজটি করার চেষ্টা কর

(শূন্যস্থানে তোমার স্বামী/স্ত্রীর নাম লেখ আর পরে তাকে জোরে জোরে পড়ে শোনাও। এ বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কর।)

.... ধৈর্যশীল।
.... দয়ালু।
.... ঈর্ষা করে না।
.... আত্ম-বড়াই করে না।
.... ঔদ্ধত্য নয়।
.... -এর রীতি বা ধরন সর্বদা
.... নিরপেক্ষ।
.... নিজের কথা ভাবে না।
.... তাড়াতাড়ি রাগে না।
.... আমার কোন দোষ ধরে না।
.... অনুচিত কাজে মজা পায় না।
.... সত্যে আনন্দ করে।
.... -এর সহ্য ক্ষমতা আছে।

নীতি- ৩ : এটা যথেষ্ট নয় যে, তুমি ভালবাস; তুমি যে ভালবাস তার প্রমাণ দাও।

সাধু ডন বস্কো শিশু এবং যুবদের জন্য তাঁর আত্মনিবেদন ও ভালবাসার জন্যে সুপরিচিত। তিনি তাঁর অনুসারীদের বলতেন "এটা যথেষ্ট নয় যে, তুমি ভালবাস; তুমি যে ভালবাসা তার প্রমাণ দাও।" তাঁর এ কথার মধ্যে আছে প্রজ্ঞা। যীশু বলেন, "বাতি জ্বালিয়ে লোকে তা কখনো ধামার নীচে রাখে না ; বরং রাখে বাতিদানেই; তবেই তো বাড়ির সবাই আলো পায়"। ভালবাসা পথ দেখায়। প্রেমিক/প্রেমিকা তার ভালবাসার মানুষের জন্য নিজের ভালবাসার প্রমাণ দিতে নিজস্ব নানা উপায় খুঁজে বের করে।

একজন স্ত্রীর কথা ভাব, যিনি কাজ থেকে তার স্বামীর ফিরে আসায় অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছেন। তিনি সারাদিন গৃহস্থালীর অফুরন্ত কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, যেমন ধোয়া-মোছা, রান্না-বান্না, ছেলে-মেয়েদের দেখা শোনা, তাদের স্কুলে নেওয়া ও স্কুল থেকে নিয়ে আসা, এ রকম শত শত কাজ। অপরদিকে স্বামী যখন বাড়ি ফেরেন তখন তিনি নিজেও ক্লান্ত থাকেন। এরূপ পরিস্থিতিতে মনে কর, ক্লান্তি দূর করার জন্যে স্বামী ক্লাবে গেল আর বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ার পর পরই বাড়ি ফিরলেন, তখন স্ত্রীর কি রকম লাগবে ? তিনি মনে করবেন তিনি অবহেলিত, অবাঞ্ছিত। তার নিজের সংসারে তিনি নিজেকে ঘরের ঝি ভাবেন। এদিকে সারাক্ষণ স্বামী মনে মনে স্ত্রীকে প্রশ্ন করেন , "কেনইবা তুমি মনে করছ যে, আমি তোমাকে ভালবাসি না ? আমি কার জন্যে এ রকম গাধার খাটুনি খাটছি ? তুমি কি মনে কর না যে, আমারও কিছু আরাম প্রয়োজন আছে ?" তার কথা সব ঠিক ও ন্যায়সঙ্গত। যদি তা-ই, তাহলে স্ত্রীর ক্ষেত্রে কি বলা যায়, তারও কি আরাম করার অধিকার নেই ? এ রকম যুক্তিতর্ক ভিত্তিহীন।

আর এক দম্পতির কথা ধরা যাক। উপরোক্ত স্ত্রী'র মতই এ স্ত্রী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করেন, তবে পার্থক্য একটি; তিনি কাজ করেন কারণ তিনি তার স্বামীকে ভালবাসেন, ভালবাসেন তাদের সন্তানদের। কাজ শেষে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে স্বামী পরিপাটি ঘর দেখতে পান এবং শ্রান্ত স্ত্রীকে সামনে পান। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসায় তার হৃদয় ভরে যায়। স্ত্রীকে তিনি জড়িয়ে ধরেন। তার এই আলিঙ্গন তার স্ত্রীর জন্য ভালবাসা ও ভাবনার অনুভবে ভরপুর। স্ত্রী এটা বোঝেন। স্ত্রীর সঙ্গে রান্না ঘরে গিয়ে গৃহস্থালীর পড়ে থাকা কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি স্বামীকে বলেন : তুমি অনেক ক্লান্ত। তুমি ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও না কেন ? একটুখানি আনন্দের ছোঁয়া একঘেয়েমী নীরস জীবনকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

নিজেকে প্রকাশে ভালবাসা খুঁজে নেয় নিজস্ব নানা উপায়। আলিঙ্গন, ভালবাসাপূর্ণ চাউনি, সান্ত্বনার কথা, স্বামী/স্ত্রীর জন্মদিনে ফুল, প্রশংসামূলক কথা, একটি চিঠি এগুলো সবই তোমার জীবনকে মধুর করে তোলে এবং পরস্পরের সঙ্গে তোমাদের আরও বেশী দৃঢ়ভাবে মিলিত করে। পরস্পরের জন্য তোমরা ছোটখাট যে-সব কাজ কর সেগুলো কখনোই ছোট নয়; সেগুলো দাম্পত্য জীবনের বাতাস ও জলস্বরূপ, আর এগুলো ব্যতীত তোমাদের দাম্পত্য জীবন শুকিয়ে মরে যায়।

আমাদের সম্পর্কের মধ্যে হাজির হওয়া অন্যতম বিপদ হল, যাদেরকে আমরা প্রতিদিন আমাদের চারপাশে দেখতে পাই, যাদের সঙ্গে আমাদের ওঠাবসা ও কাজকর্ম, তাদেরকে আমরা না দেখার ভান করি বা তাদের প্রতি বিচারবুদ্ধিহীন হয়ে পড়ি। হ্যাঁ, দাম্পত্য জীবনে এটা হচ্ছে একটি সত্যিকার বিপদ। স্বামী-স্ত্রীরা পরস্পরের নিকট এত বেশী অভ্যস্ত/ স্বভাবসিদ্ধ হয়ে পড়ে যে, তারা একে-অপরের কাজ, উত্তমতা, এমনকি উপস্থিতির প্রতি চোখ বুঁজে থাকে। তারা একটি প্রশংসামূলক কথা বলতে, সম্মতিসূচক মাথা নাড়তে, আর ভালবাসার চিহ্ন বিনিময় করতে পর্যন্ত ভুলে যায়। পক্ষান্তরে, যখন তুমি তোমার ভালবাসার মানুষের প্রতি তোমার ভালবাসা প্রকাশ কর, যখন তুমি তাকে জানাও যে, তোমার জীবনে সে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, তখন তুমি তাকে দান কর সজীবতা।

এ আলোচনা পর্ব শেষ করব নীচের এ গল্প দিয়ে। কারোলিন ওয়াকার লিখেছেন :

আমাদের মেয়ে বেকির স্বামীকে পারস্য উপসাগরে মোতায়েন করা হলে, বেকি প্রতিদিন তাকে চিঠি লিখত। এছাড়াও, তার মরু-জীবনকে কিছুটা সহনশীল করে তোলার লক্ষ্যে সে তার কাছে মাঝে-মধ্যে 'আদরযত্নে'র প্যাকেজ পাঠাত। চলতি সপ্তায় বেকি ডাক ঘরে যেতে না পারায়, তার হয়ে আমাকেই বেশ কয়েকবার প্যাকেজগুলো মেইল করতে হয়েছিল। একবার একটি পার্সেলের শুল্ক ট্যাগ চেক করার সময়, আমি লক্ষ্য করলাম আমার কন্যা প্রতিটি জিনিস ও তার মূল্য পর পর তালিকাবদ্ধ করেছে। সর্বশেষ যে বিষয়টি তালিকায় ছিল, তা হল : "আমার সমস্ত ভালবাসা। যার দাম মূল্যাতীত" *(Reader's Digest 1991, 50)*।

নীতি -৪ : দুর্বলতা মোচনে শক্তিগুলোর উপর জোর দেওয়া

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দু'জন Dostoyevsky ও টলস্টয়ের সমকালীন রাশিয়ার খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক Turgenev বলেছিলেন, "আমি